কালের কণ্ঠ

ই-পেপার

প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ২১:২১

সেন্ট মার্টিন থেকে ৩০ মণ প্লাস্টিকবর্জ্য অপসারণ

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

ছবি : কালের কণ্ঠ

সেন্ট মার্টিন সমুদ্রসৈকতে দুই দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে ৩০ মণ প্লাস্টিকবর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। এই অভিযানে কেওক্রাডং বাংলাদেশ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, স্থানীয় লোকজনসহ সারা দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সেন্ট মার্টিনের স্কুল-মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

দুই দিনব্যাপী আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) সকাল পর্যন্ত সেন্ট মার্টিনের অলিগলি ও সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে প্লাস্টিক বোতল,

প্লাস্টিকের প্যাকেটসহ নানা ধরনের অপচনশীল ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহে ইউনিলিভার বাংলাদেশের সহযোগিতায় নেতৃত্ব দেয় 'কেওক্রাডং বাংলাদেশ' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এর আগেও সংগঠনটির উদ্যোগে দ্বীপে এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

এটি তাদের ১৩তম উদ্যোগ।

কেওক্রাডং বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেন্ট মার্টিনের সাবেক ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, 'এভাবে সবাই দায়িত্ব পালন করলে শুধু সেন্ট মার্টিন নয়, বর্জ্যমুক্ত একটি পৃথিবী গড়ে তোলা যাবে।'

সেন্ট মার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান বলেন, কেওক্রাডং বাংলাদেশ নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিবছরের মতো এই বছরও সেন্ট মার্টিনে পরিচ্ছন্নতা অভিযান করছে। এটি সেন্ট মার্টিনের জন্য খুব উপকারী কাজ।

তিনি আরো বলেন, 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য প্রতিবছর হাজারো পর্যটক আমাদের এ দ্বীপে আসেন। স্থানীয় ও পর্যটকদের কারণে সমুদ্রসৈকতে নানা ধরনের বর্জ্য জমা হয়। সৌভাগ্যবশত কেওক্রাডং বাংলাদেশের মতো সংস্থার সৈকত পরিষ্কারে প্রশংসনীয় উদ্যোগগুলোর কারণে দ্বীপের সৌন্দর্যকে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।'

কেওক্রাডং বাংলাদেশের সমন্বয়কারী মুনতাসির মামুন বলেন, 'বাংলাদেশে ভৌগোলিক কারণে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের অন্তিম গন্তব্য যেকোনো জলাধারে হয়ে থাকে।

আর সেন্ট মার্টিনের মতো ছোট দ্বীপে পড়ে থাকা প্লাস্টিক যদি মূল ভূখণ্ডে নিয়ে আসা না হয় তবে এর পরিণাম শুধু এই দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে বঙ্গোপসাগরে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেই পরিণামকে যতটা সম্ভব সীমিত করা।'

তিনি আরো বলেন, 'সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ নিদর্শন। এর সৌন্দর্যের টানে প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক এ দ্বীপে জড়ো হন। দ্বীপটির সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি এর সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাও আমাদের দায়িত্ব।

এ লক্ষ্যে ১৩ বছর ধরে প্রতিবছর উপকূল পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করে আসছি এবং প্রতিবছরই এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ছে। আমি বিশ্বাস করি, সবাই মিলে কাজ করলে শুধু সেন্ট মার্টিন নয়, পুরো পৃথিবীকেই আরো পরিষ্কার করে তুলতে পারব।'

কালের কণ্ঠের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

প্রাসঙ্গিক

সেন্ট মার্টিন | বর্জ্য অপসারণ | প্লাস্টিকবর্জ্য

মন্তব্য

সম্পর্কিত খবর

সেন্ট মার্টিন থেকে সরানো হলো ৩০ মণ প্লাস্টিক বর্জ্য

সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে বিধি-নিষেধের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টের রুল

সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে বিধি-নিষেধের বৈধতা প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল

কোস্ট গার্ডের নিরাপত্তায় পণ্যবাহী ৭ ট্রলার গেল সেন্ট মার্টিনে

প্রকাশ: রবিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ১১:৩৫

বোচাগঞ্জে শিক্ষকের কমলার বাগানে ঝুলছে থোকায় থোকায় কমলা

মো.রাসেল ইসলাম, বোচাগঞ্জ

অ + অ -

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ রায়ের কমলা ভ্যালী। ছবি : কালের কণ্ঠ

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অদম্য ইচ্ছে শক্তি, ভালোবাসা আর বৃক্ষপ্রেমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তুলেছেন কমলা বাগান। দিনাজপুরের

বোচাগঞ্জ উপজেলায় সর্বপ্রথম কমলা বাগান গড়ে তুলেছেন সেতাবগঞ্জ সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ রায়।

চার বছর আগে গড়ে ওঠা কমলার বাগান নামের সঙ্গে এখন পরিপূর্ণতায় রুপ নিয়েছে ‘কমলা ভ্যালী’। কমলা বাগানে মালিকের দেওয়া নামে খ্যাত কমলা ভ্যালীর কমলা গাছে ঝুলছে থোকায় থোকায় কমলা।

কমলা ভ্যালীতে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ভিড় করছেন কমলার বাগান দেখার জন্য। সেই সঙ্গে সেলফি তুলে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন আগত দর্শনার্থীরা।

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার বাড়েয়া গ্রামে কমলা ভ্যালীতে বাগানের
স্বত্বাধিকারী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ রায়। ছবি : কালের কণ্ঠ

জানা যায়, বোচাগঞ্জ উপজেলার ইশানিয়া ইউনিয়নের বাড়েয়া গ্রামের

সেতাবগঞ্জ সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ রায় ২০২০ সালে ৩ একর জমিতে কমলার বাগান শুরু করেন।

গত বছর থেকে ফলন আসা শুরু হয়। তবে গত বছরের চেয়ে এ বছর এবার ফলন একটু কম হয়েছে। এবার আবহাওয়া প্রচণ্ড খড়া থাকার কারণে ফলন কম হয়েছে। বর্তমানে সহস্রাধিক দার্জিলিং ও চাইনিজ জাতের কমলার গাছ রয়েছে।

এক একটি গাছে ফলন ধরেছে প্রায় হাজার খানেকের মতো। এই কমলার বাগানে দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে কমলা খাওয়াচ্ছেন। পাশাপাশি কেউ কিনতে চাইলে পাইকারি দামে তা বিক্রিও করছেন।

আরো পড়ুন

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ১০ গাড়ির সংঘর্ষ

কমলা ভ্যালীতে ঘুরতে আসা দর্শনার্থী মিমি আক্তার বলেন, ‘আমি এই প্রথম কমলার বাগান দেখলাম। দেখে খুব ভালো লাগলো।

আগে টিভিতে বিভিন্ন জায়গার কমলার বাগান দেখেছি এবং শুনেছি। আমাদের দেশেও এখন ফলের বাগান হচ্ছে। খুব আনন্দ লাগছে।’

আরেক দর্শনার্থী সিথি বলেন, ‘আমার জীবনে এই প্রথম কোনো কমলা

বাগান দেখতে আসা। আর সমতলের কমলা বাগান আমাদের উত্তরবঙ্গে নেই বলে চলে। আমি এখানে আসে অন্য রকম অনুভূতি অনুভব করছি।’

বাগান মালিক বিশ্বনাথ রায় বলেন, ‘আমি ভারতের দার্জিলিং শহরে গিয়ে কমলার দেখে আভিভূত হন। তখন থেকেই আমার মনে ইচ্ছে জাগে কমলার বাগান করার। ২০২০ সালে করোনা কালীন সময়ে ঘর বন্দি থাকার সময় সিদ্ধান্ত নেই কমলা বাগান করব। এরপর খুলনা থেকে দার্জিলিং ও চাইনিজ জাতের কমলার চারা নিয়ে আসি। সেই চারা দিয়ে বাড়ির পাশে দেশীয় প্রযুক্তি খাটিয়ে বাগান শুরু করি। ধীরে ধীরে বাগানের পরিধি বাড়াতে থাকেন।’

আরো পড়ুন

মাটিখেকোদের ভয়ংকর থাবা সালথা-নগরকান্দার ফসলি জমিতে

তিনি আরো বলেন, ‘বর্তমানে তার কমলা ভ্যালীতে সহস্রাধিক গাছে দার্জিলিং ও চাইনিজ জাতের সুস্বাদু কমলার ফলন এসেছে। প্রতিটি গাছে থোকায় থোকায় হলুদ কমলা শোভা পাচ্ছে। বাগানে দুষ্প্রাপ্য অনেক ফলের গাছ রয়েছে যা আমাদের দেশে খুব একটা দেখা যায় না।’

কালের কণ্ঠের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

প্রাসঙ্গিক

দিনাজপুর | কমলা | বাগান | বোচাগঞ্জ

মন্তব্য

প্রকাশ: রবিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ১১:০২

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ১০ গাড়ির সংঘর্ষ

অনলাইন ডেস্ক

অ + অ -

সংগৃহীত ছবি

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসসহ ১০টি গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৪ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে। আহতদের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে জানা গেছে।

আজ রবিবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

হাসাড়া হাইওয়ে থানার এএসআই সগির মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আরো পড়ুন

মাটিখেকোদের ভয়ংকর থাবা সালথা-নগরকান্দার ফসলি জমিতে

এএসআই সগির মিয়া বলেন, ‘আজ রবিবার সকাল ৬টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের নিমতলা এলাকার কিছু দূরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। যানবাহনগুলো ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছিল।’

কালের কণ্ঠের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

প্রাসঙ্গিক

ঢাকা | মাওয়া | এক্সপ্রেসওয়ে | সংঘর্ষ | হাসাড়া | হাইওয়ে | থানা

মন্তব্য

/ সারাবাংলা

প্রকাশ: রবিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ১০:৫১

মাটিখেকোদের ভয়ংকর থাবা সালথা-নগরকান্দার ফসলি জমিতে

সালথা-নগরকান্দা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

অ + অ -

ফসলি জমির মাটি কেটে ট্রলি গাড়ি ও ড্রাম ট্রাকের সাহায্যে বিভিন্ন ইটভাটায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি : কালের কণ্ঠ

গত একযুগে ফরিদপুরের সালথা ও নগরকান্দা উপজেলার বেশিরভাগ খাল-বিল, নদী-নালা ও হাজার বিঘা পতিত জমি থেকে অপরিকল্পিতভাবে

মাটি কেটে বিক্রি করেছেন প্রভাবশালী মাটিখেকোরা। বর্তমানে সেই তারাই হানা দিয়েছেন পাট-পেঁয়াজ ও ধানের জমিতে। তারা খননযন্ত্র (ভেকু মেশিন) দিয়ে তিন ফসলি জমির উর্বর মাটির ওপর থেকে এক থেকে দেড় হাত (টপ সয়েল) তুলে নিয়ে অবৈধ ট্রলি গাড়িতে করে ইটভাটায় নিয়ে বিক্রি করছেন। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না তাদের।

ফলে একদিকে জমির উর্বরতা হারিয়ে ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে দিন যাচ্ছে আর সালথা-নগরকান্দার মানচিত্র ছোট হয়ে আসছে।

সম্প্রতি সালথা ও নগরকান্দার কয়েকটি ইউনিয়নের গিয়ে দেখা যায়, শতশত বিঘা পতিত জমিতে পুকুর খনন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিন ফসলি জমিতেও খনন করা হয়েছে পুকুর। কোনো কোনো জমির উর্বর অংশ কেটে ফেলা হয়েছে।

সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভেকু মেশিন দিয়ে ফসলি জমির এসব মাটি কেটে ট্রলি গাড়ি ও ড্রাম ট্রাকের সাহায্যে বিভিন্ন ইটভাটায় নিয়ে যাচ্ছে। মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে সড়কগুলোয় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শতশত ফিটনেসবিহীন অবৈধ ট্রলি গাড়ি। এসব গাড়ির অবাধ চলাচলের কারণে নষ্ট হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক। ট্রলিতে বহন করা মাটি সড়কের ওপরে পড়ে থাকছে।

যে কারণে বৃষ্টি হলেই সড়ক ভিজে পিচ্ছিল হয়ে তৈরি হচ্ছে মরণফাঁদ। আবার অনেক সড়কের পিচঢালাও উঠে যাচ্ছে। ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন অনেকে।

স্থানীয়রা বলছেন, ফসলি জমি ধ্বংসের জন্য শুধু মাটি ব্যবসায়ীরাই দায়ী নয়, জমির মালিকরাও দায়ী। কারণ মাটিখেকোদের নগদ টাকার লোভে পড়ে থাকেন জমির মালিকরা।

এই সুযোগে কৌশলে জমির মালিকদের নগদ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ফসলি জমির মাটি কিনে নেন মাটি ব্যবসায়ীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে নগরকান্দা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের রাধানগর পূর্বপাড়া খালের ব্রিজ এলাকায় নবা সিকদারের বাড়ির পাশে ও একই এলাকার হাসান সিকদারের জমি থেকে ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। সালথা উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের ইউনিয়নের গোপালিয়া গ্রামে শাহজাহান মেম্বার ও মুরাদ, যদুনন্দী ইউনিয়নের বড় খারদিয়া গ্রামে অবুঝ, সাধুহাটি গ্রামে রিপন ফকির ও কাবুল, গট্টি ইউনিয়নের দোহারগট্টি গ্রামে মাহমুদ, মাঝারদিয়া ইউনিয়নের কাগদী বাতাগ্রাম গ্রামে গৌরঙ্গ মালো ও ওবায়দুর এবং আটঘর ইউনিয়নের জয়কাইল গ্রামে জামাল হোসেন নামে ৯ জন মাটি ব্যবসায়ী ফসলি জমি থেকে মাটি কেটে অবাধে ইটভাটায় বিক্রি করছেন।

অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন ও থানা পুলিশের নাম ভাঙিয়ে একটি চক্র এসব মাটিখেকোদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে মাটি বাণিজ্য করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। যে কারণে মাটি কাটা ও বিক্রি বন্ধ হচ্ছে না।

গতকাল শনিবার (২১ ডিসেম্বর) নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. কাফী বিন কবির কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘প্রশাসনের পক্ষ থেকে বছরজুড়েই

অবৈধ মাটি ও বালু কাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চালিয়ে মাটি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকাও জরিমানা করা হয়। তারপরেও দেখা যায় আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটি চক্র মাটি কেটে বিক্রি করছেন। দিনে অভিযান চালালে, রাতে কাটছেন।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ফসলি জমি রক্ষায় জমির মালিকদেরও সচেতন হতে হবে। তারা লোভে পড়ে মাটি বিক্রি করছেন। যে কারণে আজ ফসলি জমি ধ্বংসের পথে। এ ব্যাপারে সবার সচেতন হওয়া জরুরী।’

সালথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান বালী কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘মাটি কাটার খবর পেলেই সেখানে অভিযান চালানো হয়। তবে একটি চক্র রাতের আধারে মাটি কাটছে বলে জানতে পেরেছি। যেসব জায়গায় মাটি কাটা হচ্ছে, খোঁজ-খবর নিয়ে সেখানে অভিযান চালানো হবে।’

কালের কণ্ঠের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

প্রাসঙ্গিক

ফরিদপুর | সালথা | উপজেলা | খাল | বিল | নদী | মাটি

মন্তব্য

প্রকাশ: রবিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ০৯:৪৭

পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রির ঘরে, বিপর্যস্ত জনজীবন

অনলাইন ডেস্ক

অ + অ -

ছবি: কালের কণ্ঠ

আবারো ৯ ডিগ্রির ঘরে নেমেছে পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা। এ জনপদটি হিমালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হিমশীতল কনকনে ঠান্ডা বাতাসে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। রবিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ৯৯ শতাংশ।

বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬-৮ কিলোমিটার। যা গতকাল সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল।

তেঁতুলিয়া প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া অফিসের সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আরো পড়ুন

সিন্ডিকেট ও বাজারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করুন

এদিকে ঘনকুয়ায় সড়ক-মহাসড়কে যানবাহনগুলোকে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে।

কনকনে শীত অনুভূত হওয়ায় কাজে ব্যাঘাত ঘটছে খেটে খাওয়া মানুষের। সকালবেলা ঠান্ডা বাতাসে কাবু হয়ে পড়া মানুষ গরম কাপড় পরে বের হওয়ার পাশাপাশি অনেকেই খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন।

এ ছাড়া শীতের কারণে বাড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন শীতজনিত রোগব্যাধি। জেলা ও উপজেলার হাসপাতালগুলোর আউটডোরে ঠান্ডাজনিত রোগী বাড়তে শুরু করেছে।

চিকিৎসার পাশাপাশি শীতজনিত রোগ থেকে নিরাময় থাকতে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করছেন চিকিৎসকরা।

আরো পড়ুন

বাংলাদেশ-ভারত ফাইনালসহ টিভিতে আজ (২২ ডিসেম্বর ২০২৪) দেখবেন

তেঁতুলিয়া প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্র নাথ বলেন, মৃদু শৈত্যপ্রবাহে কারণে তীব্র ঠান্ডা অনুভূত

হচ্ছে। আজ সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৮ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ৯৯ শতাংশ। বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬-৮ কিলোমিটার।

যা গতকাল ৯টায় দশমিক ১০ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। তবে সামনের দিকে তাপমাত্রা আরো কমতে পারে।

কালের কণ্ঠের খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

মন্তব্য

সর্বশেষ সংবাদ

- কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার

  ৩ মিনিট আগে | সারাবাংলা

- এক দশক পর ফিরল ‘আমার দেশ’

  ৯ মিনিট আগে | জাতীয়

- ইসলামে ভ্রাতৃবিরোধ নিষিদ্ধ

  ১৮ মিনিট আগে | ইসলামী জীবন

সর্বাধিক পঠিত

- সহ-সমন্বয়ক খালেদ নিখোঁজ

  ১০ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

- গুমের ঘটনায় ভারতের সম্পৃক্ততা পেয়েছে কমিশন

  ১৬ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

- মঞ্চ প্রস্তুত আরেকটি এক-এগারোর?

  ৩ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

মোবাইল অ্যাপস ডাউনলোড করুন

অনুসরণ করুন

আজকের পত্রিকা

প্রথম পাতা
শেষের পাতা
খেলা
খবর
শুভসংঘ
দেশে দেশে

অনলাইন

জাতীয়
সারাবাংলা
বিশ্ব
বাণিজ্য
বিনোদন
খেলাধুলা
বিজ্ঞাপন

মূল্য তালিকা (প্রিন্ট ভার্সন)

সম্পাদক : হাসান হাফিজ

আমাদের সম্পর্কে শর্তাবলী
গোপনীয়তা নীতি যোগাযোগ করুন

স্বত্ব © ২০২৪ কালের কণ্ঠ